নাগরিকতা আইন, ১৯৫৫

১৯৫৫-র ৫৭ নং আইন

ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন ও অবসানের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

[৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫]

ভারত সাধারণতন্ত্রের ষষ্ঠ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

১। এই আইন নাগরিকতা আইন, ১৯৫৫ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম।

২। (১) এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— অর্থ-প্রকটন।

(ক) "ভারতস্থ কোন সরকার" বলিতে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার বুঝাইবে ;

(খ) "নাগরিক", প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন দেশ সম্পর্কে, বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ঐ দেশে তৎসময়ে বলবৎ নাগরিকতা বা রাষ্ট্রিকতা বিধি অনুযায়ী ঐ দেশের একজন নাগরিক বা রাষ্ট্রিক ;

(গ) "নাগরিকতা বা রাষ্ট্রিকতা বিধি", প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন দেশ সম্পর্কে, বলিতে ঐ দেশের বিধানমণ্ডলের এরূপ কোন আইন বুঝাইবে যাহা, ঐ দেশের সরকারের অনুরোধক্রমে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ দেশের নাগরিকতা বা রাষ্ট্রিকতার জন্য বিধানকারী আইন-রূপে ঘোষণা করিয়াছেন :

তবে, সংসদের উভয় সদনের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, দক্ষিণ আফ্রিকা সঙ্ঘ সম্পর্কে ঐরূপ কোন প্রজ্ঞাপন প্রদত্ত হইবে না।

(ঘ) "ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাস" বলিতে ভারত সরকারের কোন বাণিজ্যদূতিক আধিকারিকের কার্যালয় বুঝাইবে যেখানে জন্মসমূহের একটি রেজিস্ট্রিবহি রক্ষিত হয় অথবা যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন কার্যালয় নাই সেক্ষেত্রে যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ কার্যালয় বুঝাইবে ;

(ঙ) "নাবালক" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি আঠার বৎসর বয়স প্রাপ্ত হন নাই ;

(চ) "ব্যক্তি" বলিতে উহা কোন কোম্পানি বা পরিমেল বা ব্যক্তিবর্গকে, তাহা নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত করিবে না ;

(ছ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝিইবে ;

(জ) "অবিভক্ত ভারত" বলিতে মূলতঃ যথাবিধিবদ্ধ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এ যথা-সংজ্ঞার্থনির্ণীত ভারত বুঝাইবে।

(২) এই আইনের প্রয়োজনার্থে, কোন রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজে বা বিমানে জাত অথবা কোন দেশের সরকারের কোন অ-রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজে বা বিমানে জাত কোন ব্যক্তি, যে স্থানে ঐ জাহাজ বা বিমান রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল সেই স্থানে অথবা, স্থলবিশেষে, ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) এই আইনে কোন ব্যক্তির জন্মের সময়ে ঐ ব্যক্তির পিতার স্থিতির বা বর্ণনার কোন উল্লেখ, যে ব্যক্তি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর জন্মিয়াছেন তাঁহার সম্পর্কে, পিতার মৃত্যুর সময়ে পিতার স্থিতির বা বর্ণনার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ; এবং যেক্ষেত্রে ঐ মৃত্যু এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে এবং জন্ম ঐ প্রারম্ভের পরে ঘটে সেক্ষেত্রে যে স্থিতি বা বর্ণনা ঐ পিতা এই আইনের প্রারম্ভের পরে মৃত হইলে তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য হইত, তাহা তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য স্থিতি বা বর্ণনা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) এই আইনের প্রয়োজনার্থে কোন ব্যক্তি, যদি তিনি নাবালক না হন, পূর্ণবয়স্ক বলিয়া এবং, যদি তিনি অসুস্থমনা না হন, পূর্ণসামর্থ্যযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

নাগরিকতা অর্জন

জন্মসূত্রে নাগরিকতা।

৩। (১) (২) উপধারায় যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ভিন্ন, যিনি ভারতে—

(ক) ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০ তারিখে বা উহার পরে, কিন্তু নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৬-র প্রারম্ভের পূর্বে জন্মিয়াছেন,

(খ) ঐরূপ প্রারম্ভে বা উহার পরে জন্মিয়াছেন এবং যাঁহার

জন্মের সময়ে তাঁহার পিতামাতার কেহ ভারতের নাগরিক হন,

এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিক হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা বলে ঐরূপ নাগরিক হইবেন না, যদি তাঁহার জন্মের সময়ে—

(ক) তাঁহার পিতা ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট নিসৃষ্ট কোন বৈদেশিক সার্বভৌম শক্তির দূতকে মোকদ্দমা ও বৈধিক প্রক্রিয়া হইতে যেরূপ অনাক্রম্যতা প্রদান করা হয়, সেরূপ অনাক্রম্যতার অধিকারী হন এবং ভারতের নাগরিক না হন; অথবা

(খ) তাঁহার পিতা একজন অন্যদেশীয় শত্রু হন, এবং ঐ জন্ম তৎকালে শত্রুর দখলাধীন কোন স্থানে হয়।

বংশানুক্রমসূত্রে নাগরিকতা।

৪। (১) ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারি তারিখে বা উহার পরে, ভারতের বাহিরে জাত কোন ব্যক্তি, তাঁহার জন্মের সময়ে তাঁহার পিতা ভারতের নাগরিক হইলে, বংশানুক্রমসূত্রে ভারতের একজন নাগরিক হইবেন:

তবে, যদি ঐরূপ ব্যক্তির পিতা কেবল বংশানুক্রমসূত্রে ভারতের একজন নাগরিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি এই ধারা বলে ভারতের নাগরিক হইতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তাঁহার জন্ম অথবা এই আইনের প্রারম্ভ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পরবর্তী, তাহার এক বৎসরের মধ্যে, অথবা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি সহ, তাঁহার জন্ম ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাসে রেজিস্ট্রিকৃত হয়, অথবা

(খ) তাঁহার পিতা, তাঁহার জন্মের সময়ে, ভারতস্থ কোন সরকারের অধীনে কৃত্যকরত থাকেন।

(২) যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেরূপ নির্দেশিত করেন, তাহা হইলে, কোন জন্ম, রেজিস্ট্রিকরণের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লব্ধ না হওয়া সত্ত্বেও, এই ধারার প্রয়োজনার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি সহ রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (১) উপধারার অনুবিধির প্রয়োজনার্থে, অবিভক্ত ভারতের বাহিরে জাত কোন পুরুষ ব্যক্তি যিনি সংবিধানের প্রারম্ভকালে ভারতীয় নাগরিক ছিলেন বা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তিনি কেবল বংশানুক্রমসূত্রে ভারতের একজন নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

রেজিস্ট্রিকরণসূত্রে নাগরিকতা।

৫। (১) এই ধারার বিধানসমূহ এবং যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ শর্ত ও বাধানিষেধ সাপেক্ষে, বিহিত প্রাধিকারী, এতৎপক্ষে কৃত আবেদনের উপর, এরূপ যেকোন ব্যক্তিকে ভারতের একজন নাগরিক রূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত করিতে পারেন যিনি সংবিধান-বলে বা এই আইনের অন্য কোন বিধানবলে ইতোমধ্যেই ঐরূপ একজন নাগরিক হইয়া যান নাই এবং যিনি নিম্নলিখিত প্রবর্গ-সমূহের যেকোনটির অন্তর্ভুক্ত :—

(ক) ভারতে উদ্ভূত সেই ব্যক্তিগণ যাঁহারা সাধারণতঃ ভারতে বসবাসকারী এবং রেজিস্ট্রিকরণের জন্য আবেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া বসবাসকারী রূপে রহিয়াছেন ;

(খ) ভারতে উদ্ভূত সেই ব্যক্তিগণ যাঁহারা অবিভক্ত ভারতের বাহিরে কোনও দেশে বা স্থানে সাধারণতঃ বসবাসকারী ;

(গ) সেই ব্যক্তিগণ যাঁহারা ভারতের নাগরিকগণের সহিত বিবাহিত হন বা বিবাহিত হইয়াছেন এবং সাধারণতঃ ভারতে বসবাসকারী ও রেজিস্ট্রিকরণের জন্য আবেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া ঐরূপ বসবাসকারী রূপে রহিয়াছেন ;

(ঘ) যে ব্যক্তিগণ ভারতের নাগরিক তাঁহাদের নাবালক সন্তানগণ ; এবং

(ঙ) পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণসামর্থ্যযুক্ত সেই ব্যক্তিগণ যাঁহারা প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন দেশের নাগরিক :

তবে, যে শর্ত ও বাধানিষেধ সাপেক্ষে, ঐরূপ কোনও দেশের ব্যক্তিগণকে এই প্রকরণ অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরূপে রেজিস্ট্রি-ভুক্ত করা যাইতে পারে, সেই শর্ত ও বাধানিষেধ বিহিত করিতে, কেন্দ্রীয় সরকার, যে শর্তসমূহ সাপেক্ষে ভারতের নাগরিকগণ ঐ দেশের বিধি বা আচার অনুসারে রেজিস্ট্রিকরণসূত্রে ঐ দেশের নাগরিক হইতে পারেন, সেই শর্তসমূহের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন ব্যক্তি ভারতে উদ্ভূত বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি তিনি অথবা তাঁহার পিতা-মাতার মধ্যে কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

(২) কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে (১) উপধারা অনুযায়ী ভারতের একজন নাগরিকরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা যাইবে না যে

পর্যন্ত না তিনি দ্বিতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফরমে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৩) এই আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি তাঁহার ভারতীয় নাগরিকতা অভিত্যাগ করিয়াছেন বা উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বা যাঁহার ভারতীয় নাগরিকতা অবসিত হইয়াছে, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ব্যতিরেকে (১) উপধারা অনুযায়ী ভারতের একজন নাগরিকরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা যাইবে না।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার কোন নাবালককে ভারতের একজন নাগরিকরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত করাইতে পারেন, যদি ঐ সরকারের প্রতীতি হয় যে এরূপ বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে।

(৫) এই ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত কোন ব্যক্তি যে তারিখে তিনি ঐরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হন সেই তারিখ হইতে রেজিস্ট্রিকরণসূত্রে ভারতের একজন নাগরিক হইবেন ; এবং সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের (খ) (ii) প্রকরণ অথবা ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত কোন ব্যক্তি, সংবিধানের প্রারম্ভের তারিখ অথবা যে তারিখে তিনি ঐরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হন সেই তারিখ, এতদুভয়ের মধ্যে যে তারিখটি পরবর্তী হইবে সেই তারিখ হইতে রেজিস্ট্রিকরণসূত্রে ভারতের একজন নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

দেশীয়করণসূত্রে নাগরিকতা।

৬। (১) প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন দেশের নাগরিক নহেন এরূপ কোন পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণসামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তি যেক্ষেত্রে তাঁহাকে দেশীয়করণের শংসাপত্র প্রদানের জন্য বিহিত প্রণালীতে আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, যদি ঐ সরকারের প্রতীতি হয় যে আবেদনকারী তৃতীয় তফসিলের বিধানসমূহ অনুযায়ী দেশীয়করণের পক্ষে যোগ্যতাসম্পন্ন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেশীয়করণের একটি শংসাপত্র প্রদান করিতে পারেন :

তবে, যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে আবেদনকারী এরূপ একজন ব্যক্তি হন যিনি বিজ্ঞান, দর্শন, কলা, সাহিত্য, বিশ্বশান্তি বা সাধারণভাবে মানব-প্রগতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবা দান করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ সরকার, তৃতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট সকল বা যেকোন শর্ত অধিত্যাগ করিতে পারেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে দেশীয়করণের শংসাপত্র প্রদান করা হয়, সেই ব্যক্তি, দ্বিতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফরমে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলে, যে তারিখে ঐ শংসাপত্র প্রদত্ত

হয়, সেই তারিখ হইতে দেশীয়করণসূত্রে ভারতের একজন নাগরিক হইবেন।

অসম ঐকমত্যের আওতাধীন ব্যক্তিগণের নাগরিকতা সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

৬ক। (১) এই ধারার প্রয়োজনার্থে—

(ক) "অসম" বলিতে নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের অব্যহিত পূর্বে অসম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বুঝাইবে ;

(খ) "বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত" বলিতে বিদেশী সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬ ও বিদেশী সম্পর্কিত (ট্রাইবিউন্যাল) আদেশ, ১৯৬৪-র বিধানসমূহ অনুসারে, উক্ত আদেশ অনুযায়ী গঠিত কোন ট্রাই-বিউন্যাল দ্বারা, বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত বুঝাইবে ; ১৯৪৬-এর ৩১।

(গ) "বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্র" বলিতে নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বুঝাইবে ;

(ঘ) কোন ব্যক্তিকে ভারতে উদ্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইবে যদি তিনি বা তাঁহার পিতামাতার মধ্যে কেহ অথবা তাঁহার পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ;

(ঙ) কোন ব্যক্তি সেই তারিখে বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যে তারিখে বিদেশী সম্পর্কিত (ট্রাইবিউন্যাল) আদেশ, ১৯৬৪ অনুযায়ী গঠিত কোন ট্রাইবিউন্যাল সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা প্রাধিকারীর নিকট এই মর্মে স্বীয় অভিমত পেশ করেন যে ঐ ব্যক্তি একজন বিদেশী।

(২) ৬) ও (৭) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, ভারতে উদ্ভূত যে সকল ব্যক্তি ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৬ তারিখের পূর্বে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্র হইতে অসমে আসিয়াছিলেন (১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তাঁহারা সমেত) এবং অসমে প্রবেশ করিবার তারিখ হইতে সাধারণভাবে অসমে বসবাসকারী রূপে রহিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৬ তারিখ হইতে ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) (৬) ও (৭) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, ভারতে উদ্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি—

(ক) বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্র হইতে ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৬ তারিখে বা উহার পরে কিন্তু ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে অসমে আসিয়াছিলেন ; এবং

(খ) তাঁহার অসমে প্রবেশের তারিখ হইতে সাধারণভাবে অসমে বসবাসকারী রূপে রহিয়াছেন ; এবং

(গ) একজন বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত হইয়াছেন ;

তিনি এতৎপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে নিজেকে ঐ নিয়মাবলীতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ প্রাধিকারীর (অতঃপর এই উপধারায় রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারী বলিয়া উল্লিখিত) নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত করিবেন এবং যদি ঐরূপ অভিজ্ঞাত হইবার তারিখে কোন বিধানসভা বা সংসদ নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য বলবৎ নির্বাচক তালিকায় তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহা হইতে তাঁহার নাম বাদ দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বিদেশী সম্পর্কিত (ট্রাইবিউন্যাল) আদেশ, ১৯৬৪-র অধীনে গঠিত ট্রাইবিউন্যালের ঐরূপ ব্যক্তিকে বিদেশী বলিয়া ধরিয়া লইবার অভিমতকে এই উপধারার (গ) প্রকরণের অধীন আবশ্যকতার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যদি, ঐরূপ ব্যক্তি এই উপধারার অধীন অন্যবিধ আবশ্যকতা পূরণ করেন কিনা, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা হইলে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারী,—

(i) যদি ঐ অভিমতে ঐরূপ অন্যবিধ আবশ্যকতা সম্পর্কে কোন নির্ণয় নিহিত থাকে, তাহা হইলে ঐ নির্ণয় অনুসারে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন ;

(ii) যদি ঐ অভিমতে ঐরূপ অন্যবিধ আবশ্যকতা সম্পর্কে কোন নির্ণয় নিহিত না থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রশ্নটি এতৎপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ ধারা অনুযায়ী যেরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন তদনুসারে ক্ষেত্রাধিকারপ্রাপ্ত উপরোক্ত আদেশের অধীনে গঠিত ট্রাইবিউন্যালের নিকট প্রেষণ করিবেন এবং ঐরূপ প্রেষণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অভিমত অনুসারে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

(৪) (৩) উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত কোন ব্যক্তি, যে তারিখে তিনি একজন বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত হইয়াছেন সেই তারিখ হইতে দশ বৎসর সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত

১৯৬৭-র ১৫। ভারতের একজন নাগরিক (পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭ অনুযায়ী পাসপোর্ট পাইবার অধিকার ও তৎসংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ সমেত) যে সকল অধিকার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, সেই একই প্রকার অধিকার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু উক্ত দশ বৎসর সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোনও সময়ে, তিনি তাঁহার নাম কোন বিধানসভা বা সংসদ নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করাইয়া লইবার অধিকারী হইবেন না।

(৫) (৩) উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত কোন ব্যক্তি, যে যে তারিখে তিনি একজন বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত হইয়াছেন সেই তারিখ হইতে দশ বৎসর সময়সীমা যে তারিখে অতিক্রান্ত হয়, সেই তারিখ হইতে সকল উদ্দেশ্যে ভারতের একজন নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬) ৮ ধারার বিধানসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া,—

(ক) যদি (২) উপধারায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তি নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে বিহিত প্রণালীতে ও ফরমে এবং বিহিত প্রাধিকারীর নিকট এই মর্মে কোন ঘোষণাপত্র পেশ করেন যে তিনি ভারতের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক নহেন, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তি ঐ উপধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিক হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(খ) যদি (৩) উপধারায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তি নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের তারিখ অথবা যে তারিখে তিনি একজন বিদেশী বলিয়া অভিজ্ঞাত হইয়াছেন সেই তারিখ, এতদুভয়ের মধ্যে যে তারিখটি পরবর্তী হইবে সেই তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে বিহিত প্রণালীতে ও ফর্মে এবং বিহিত প্রাধিকারীর নিকট এই মর্মে ঘোষণাপত্র পেশ করেন যে তিনি ঐ উপধারা এবং (৪) ও (৫) উপধারার বিধান-সমূহ দ্বারা প্রশাসিত হইতে ইচ্ছুক নহেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে (৩) উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত করা প্রয়োজন হইবে না।

ব্যাখ্যা।—যেক্ষেত্রে এই উপধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তির কোন ঘোষণাপত্র দাখিল করা আবশ্যক তাঁহার কোন সংবিদায় আবদ্ধ

হইবার সামর্থ্য না থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে যে ব্যক্তি তৎসময়ে বলবৎ বিধি অনুযায়ী কার্য করিতে সক্ষম সেই ব্যক্তির দ্বারা ঐরূপ ঘোষণাপত্র তাঁহার পক্ষে দাখিল করা যাইতে পারে।

(৭) (২) হইতে (৬) উপধারার কোন কিছুই এরূপ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না—

(ক) যিনি, নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে, ভারতের একজন নাগরিক ;

(খ) যিনি, নাগরিকতা (সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের পূর্বে, বিদেশী সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬ অনুযায়ী ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ১৯৪৬-এর ৩১।

(৮) এই আইনে স্পষ্টভাবে যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ভিন্ন তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এই ধারার বিধানসমূহ কার্যকর হইবে।

রাজ্যক্ষেত্র-অন্তর্ভুক্তি সূত্রে নাগরিকতা।

৭। যদি কোন রাজ্যক্ষেত্র ভারতের অংশীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, যে ব্যক্তিগণ ঐ রাজ্যক্ষেত্রের সহিত তাঁহদের সম্পর্কের কারণে ভারতের নাগরিক হইবেন তাঁহাদিগকে, বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন, এবং ঐ ব্যক্তিগণ ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট তারিখ হইতে ভারতের নাগরিক হইবেন।

নাগরিকতার অবসান

নাগরিকতা অভিত্যজন।

৮। (১) যদি ভারতের এরূপ কোন পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণসামর্থ্যযুক্ত নাগরিক, যিনি অন্য কোন দেশেও নাগরিক অথবা রাষ্ট্রিক, তাঁহার ভারতীয় নাগরিকতা অভিত্যজনের একটি ঘোষণা বিহিত প্রণালীতে করেন, তাহা হইলে ঘোষণাটি বিহিত প্রাধিকারী কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হইবে ; এবং ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণ হইলে পর, ঐ ব্যক্তি আর ভারতের নাগরিক থাকিবেন না :

তবে, যদি ঐরূপ কোন ঘোষণা ঐরূপ কোন যুদ্ধ চলাকালে করা হয় যাহাতে ভারত ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহা হইলে, উহার রেজিস্ট্রিকরণ, যে পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকার অন্যথা নির্দেশিত করেন সে পর্যন্ত, বিধারিত থাকিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন পুরুষ ব্যক্তি (১) উপধারা অনুযায়ী আর ভারতের নাগরিক না থাকেন, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির প্রত্যেক নাবালক সন্তানও তদনন্তর আর ভারতের নাগরিক থাকিবে না :

তবে, ঐরূপ কোন সন্তান, পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে, ঘোষণা করিতে পারে যে, সে ভারতীয় নাগরিকতা পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে এবং তদনন্তর সে পুনরায় ভারতের একজন নাগরিক হইবে।

(৩) এই ধারার প্রয়োজনার্থে, কোন স্ত্রীলোক যিনি বিবাহিত আছেন বা ছিলেন, তিনি পূর্ণবয়স্ক বলিয়া গণ্য হইবেন।

নাগরিকতার অবসান।

৯। (১) ভারতের কোনও নাগরিক যিনি অন্য কোন দেশের নাগরিকতা দেশীয়করণসূত্রে, রেজিস্ট্রিকরণসূত্রে অথবা অন্যথা স্বেচ্ছায় অর্জন করেন অথবা ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারি ও এই আইনের প্রারম্ভের মধ্যে কোনও সময়ে স্বেচ্ছায় অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ অর্জনের বা, স্থলবিশেষে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর আর ভারতের নাগরিক থাকিবেন না:

তবে, যে পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকার অন্যথা নির্দেশিত করেন সে পর্যন্ত, এই উপধারার কোন কিছুই ভারতের এরূপ কোন নাগরিকের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যিনি, যাহাতে ভারত ব্যাপৃত থাকিতে পারে এরূপ কোন যুদ্ধ চলাকালে অন্য কোন দেশের নাগরিকতা স্বেচ্ছায় অর্জন করেন।

(২) যদি, কোন ব্যক্তি অন্য কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছেন কিনা বা কখন করিয়াছেন বা কিরূপে করিয়াছেন, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা হইলে এতৎপক্ষে যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক সেরূপ প্রণালীতে ও সেরূপ সাক্ষ্য-নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা হইবে।

নাগরিকতা হইতে বঞ্চিতকরণ।

১০। (১) ভারতের এরূপ কোন নাগরিক যিনি দেশীয়করণসূত্রে অথবা কেবল সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদের (গ) প্রকরণের বলে অথবা সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের (খ) (ii) প্রকরণ বা এই আইনের ৫ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী ভিন্ন অন্যথা রেজিস্ট্রিকরণসূত্রে ঐরূপ নাগরিক, তিনি যদি এই ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আদেশ দ্বারা ঐ নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে তিনি আর ভারতের নাগরিক থাকিবেন না।

(২) এই ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকার, আদেশ দ্বারা, ঐরূপ কোন নাগরিককে ভারতীয় নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, যদি ঐ সরকারের প্রতীতি হয় যে,—

(ক) ঐ রেজিস্ট্রিকরণ বা দেশীয়করণের শংসাপত্র প্রতারণা,

মিথ্যা প্রতিরূপণ বা কোন সারবান তথ্য গোপন করার দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল ; অথবা

(খ) ঐ নাগরিক কার্য বা বাক্য দ্বারা নিজেকে বিধি দ্বারা যথা-প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যহীন বা বিরূপভাবাপন্ন প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; অথবা

(গ) ঐ নাগরিক, যাহাতে ভারত ব্যাপৃত থাকিতে পারে এরূপ কোন যুদ্ধ চলাকালে, কোন শত্রুর সহিত বিধিবিরুদ্ধভাবে ব্যবসায় চালাইয়াছেন বা যোগাযোগ করিয়াছেন, অথবা এরূপ কোন কারবারে লিপ্ত বা উহার সহিত যুক্ত আছেন যাহা তাঁহার জ্ঞাতসারে এরূপ প্রণালীতে চালিত হইয়াছিল যাহাতে ঐ যুদ্ধে কোন শত্রুর সহায়তা করা হয় ; অথবা

(ঘ) ঐ নাগরিক, রেজিস্ট্রিকরণের বা দেশীয়করণের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে, কোন দেশে, অনূ্যন দুই বৎসর মেয়াদের জন্য কারাবাসে দণ্ডিত হইয়াছেন ; অথবা

(ঙ) ঐ নাগরিক নিরবচ্ছিন্ন সাত বৎসর সময়সীমার জন্য সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে বসবাসকারী রূপে রহিয়াছেন, এবং ঐ সময়সীমার মধ্যে, কোনও সময়ে ভারতের বাহিরে কোন দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রও থাকেন নাই অথবা ভারতস্থ কোন সরকারের বা ভারত যাহার অন্যতম সদস্য এরূপ কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কৃত্যকেও রত থাকেন নাই এবং এমন কি তিনি কোন ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাসে প্রতি বৎসর তাঁহার ভারতের নাগরিকতা অব্যাহত রাখিবার অভিপ্রায় বিহিত প্রণালীতে রেজিস্ট্রিও করান নাই।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যক্তিকে নাগরিকতা হইতে এই ধারা অনুযায়ী বঞ্চিত করিবেন না, যদি না ঐ সরকারের প্রতীতি হয় যে ঐ ব্যক্তির ভারতের নাগরিক থাকিয়া যাওয়া লোকহিতের সহায়ক নহে।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে, কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ আদেশ প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হয় সেই ব্যক্তিকে, যে হেতুতে ঐ আদেশ প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হয় সেই হেতু সম্পর্কে জ্ঞাত করাইয়া এবং, যদি ঐ আদেশ

(২) উপধারার (ঙ) প্রকরণ ভিন্ন ঐ উপধারায় বিনির্দিষ্ট অন্য কোন হেতুতে প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হয় তাহা হইলে, বিহিত প্রণালীতে তজ্জন্য আবেদনক্রমে, ঐ ধারা অনুযায়ী কোন অনুসন্ধান কমিটির নিকট তদীয় বিষয়টি প্রেষণ করা সম্বন্ধে তাঁহার যে অধিকার আছে তৎসম্পর্কে জ্ঞাত করাইয়া, লিখিত নোটিস দিবেন।

(৫) যদি ঐ আদেশ (২) উপধারার (ঙ) প্রকরণ ভিন্ন ঐ উপধারায় বিনির্দিষ্ট অন্য কোন হেতুতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপে আবেদন করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে ঐ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি (এরূপ একজন ব্যক্তি যিনি অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য কোন বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন) এবং অন্য দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত কোন অনুসন্ধান কমিটির নিকটে বিষয়টি প্রেষণ করিবেন এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে করিতেও পারেন।

(৬) অনুসন্ধান কমিটি, ঐরূপ প্রেষণ করা হইলে, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে অনুসন্ধান করিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্বীয় প্রতিবেদন পেশ করিবেন; এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদান করিবার কালে সাধারণতঃ ঐরূপ প্রতিবেদন দ্বারা চালিত হইবেন।

অনুপূরক

কমনওয়েল্থ নাগরিকতা।

১১। প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কমনওয়েল্থভুক্ত কোন দেশের নাগরিক তিনি, ঐ নাগরিকতার বলে, ভারতে একজন কমনওয়েল্থ নাগরিকের স্থিতি প্রাপ্ত হইবেন।

কোন কোন দেশের নাগরিকগণকে ভারতীয় নাগরিকের অধিকারসমূহ অর্পণের ক্ষমতা।

১২। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট যেকোন দেশের নাগরিকগণকে ব্যতিকারিতার ভিত্তিতে ভারতের একজন নাগরিকের সকল বা যেকোন অধিকার অর্পণের জন্য বিধান করিতে পারেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ, ভারতের সংবিধান বা এই আইন ভিন্ন অন্য কোনও বিধিতে উহার সহিত অসমঞ্জস কোন কিছু নিহিত থাকিলেও কার্যকর হইবে।

সন্দেহের ক্ষেত্রে নাগরিকতার শংসাপত্র।

১৩। কেন্দ্রীয় সরকার, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ক্ষেত্রসমূহে, শংসিত করিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি, যাঁহার ভারতের নাগরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে তিনি, ভারতের একজন নাগরিক; এবং এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন শংসাপত্র, ঐ ব্যক্তি উহার তারিখে যে ঐরূপ একজন নাগরিক ছিলেন, তাহার নিশ্চায়ক

সাক্ষ্য হইবে, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, উহা প্রতারণা বা মিথ্যা প্রতিরূপণ বা কোন সারবান তথ্য গোপন করার দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু উহা, তিনি যে তৎপূর্ববর্তী কোনও তারিখে ঐরূপ একজন নাগরিক ছিলেন, এরূপ কোন সাক্ষ্য ক্ষুণ্ণ করিবে না।

৫ ও ৬ ধারা অনুযায়ী আবেদনের নিষ্পত্তি।

১৪। (১) বিহিত প্রাধিকারী অথবা কেন্দ্রীয় সরকার, স্ববিবেচনায় ৫ ধারা বা ৬ ধারা অনুযায়ী কোন আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারেন এবং ঐরূপ মঞ্জুরি বা নামঞ্জুরির জন্য কোনও কারণ দর্শাইতে অনুজ্ঞাত হইবেন না।

(২) ১৫ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, পূর্বোক্তরূপ কোন আবেদনের উপর বিহিত প্রাধিকারীর অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং কোন আদালতে তৎসম্পর্কে আপত্তি করা যাইবে না।

পুনরীক্ষণ।

১৫। (১) বিহিত প্রাধিকারী অথবা কোন আধিকারিক অথবা (কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন) অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে, ঐ আদেশ পুনরীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারেন :

তবে, কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরেও আবেদন গ্রহণ করিতে পারেন যদি ঐ সরকারের প্রতীতি হয় যে, আবেদনকারী যথেষ্ট কারণবশতঃ যথাসময়ে আবেদন করা হইতে নিবারিত হইয়াছিলেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী ঐরূপ কোন আবেদন প্রাপ্তির পর, কেন্দ্রীয় সরকার, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন এবং উহার উপর আদেশ প্রদানকারী আধিকারিক বা প্রাধিকারী যে প্রতিবেদন পেশ করিতে পারেন তাহা বিবেচনা করিয়া, ঐ আবেদন সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিবেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ক্ষমতাসমূহের প্রত্যভিযোজন।

১৬। কেন্দ্রীয় সরকার, আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোনও ক্ষমতা, যাহা ১০ ধারা ও ১৮ ধারার বিধানসমূহ ব্যতীত এই আইনের অন্য কোন বিধান দ্বারা ঐ সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহা, ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ অবস্থাসমূহে এবং ঐ আদেশে কোন শর্ত বিনির্দিষ্ট হইয়া থাকিলে তদধীনে এরূপ আধিকারিক বা প্রাধিকারী কর্তৃকও প্রয়োগযোগ্য হইবে যিনি ঐরূপে বিনির্দিষ্ট হইবেন।

অপরাধসমূহ।

১৭। কোন ব্যক্তি যিনি কোন কিছু এই আইন অনুযায়ী করাইয়া লইবার বা না করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে জ্ঞাতসারে এরূপ

কোন প্রতিরূপণ করেন যাহা কোন সারবান বিবরণ সম্পর্কে মিথ্যা, তিনি ছয়মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা জরিমানায়, অথবা উভয়থা, দণ্ডনীয় হইবেন।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

১৮। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে—

(ক) এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত বা প্রাধিকৃত কোন কিছুর রেজিস্ট্রিকরণ, এবং ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কে শর্ত ও বাধানিষেধসমূহ;

(খ) এই আইন অনুযায়ী ব্যবহার্য ফরমসমূহ ও রক্ষিতব্য রেজিস্ট্রিবহিসমূহ;

(গ) এই আইন অনুযায়ী আনুগত্যের শপথ পাঠ করান ও গ্রহণ করা এবং যে সময়ের মধ্যে ও যে প্রণালীতে ঐরূপ শপথ গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবে সেই সময় ও প্রণালী;

(ঘ) এই আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত বা প্রাধিকৃত কোন নোটিস প্রদান;

(ঙ) এই আইন অনুযায়ী নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণের রেজিস্ট্রিভুক্তি বাতিলকরণ ও ঐ ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত দেশীয়করণের শংসাপত্রের বাতিলকরণ ও সংশোধন, এবং ঐ উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ঐরূপ শংসাপত্রের অর্পণ;

(ঙঙ) ৬ক ধারার (৬) উপধারায় (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত ঘোষণাপত্রসমূহ যে প্রণালীতে ও যে ফরমে এবং যে প্রাধিকারীর নিকট পেশ করিতে হইবে তাহা এবং ঘোষণাপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়;

(চ) ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাসে, ভারতের বাহিরে জাত বা মৃত যেকোন শ্রেণীর বা বর্ণনার ব্যক্তিগণের জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ;

(ছ) এই আইন অনুযায়ী আবেদন, রেজিস্ট্রিকরণ, ঘোষণা ও শংসাপত্র সম্পর্কে, আনুগত্যের কোন শপথ গ্রহণ সম্পর্কে, এবং দস্তাবেজের শংসিত বা অনুরূপ প্রতিলিপি সরবরাহ সম্পর্কে, ফী সমূহের উদ্গ্রহণ ও সংগ্রহণ;

(জ) অন্য কোন দেশের নাগরিকতা অর্জনের প্রশ্ন মীমাংসা

করিবার প্রাধিকারী, ঐরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহে সাক্ষ্য-নিয়মাবলী ;

(ঝ) ১০ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, এবং ঐরূপ কমিটিসমূহের উপর দেওয়ানী আদালতের কোন ক্ষমতা, অধিকার ও বিশেষাধিকার অর্পণ ;

(ঞ) যে প্রণালীতে পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করা যাইতে পারে তাহা এবং ঐরূপ আবেদন সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ; এবং

(ট) অন্য যেকোন বিষয় যাহা এই আইন অনুযায়ী বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত করা যাইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী কোন নিয়ম প্রণয়ন করিবার কালে কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, ঐ নিয়মের কোনরূপ ভঙ্গ এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এবং যদি পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে, ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

১৯। [নিরসনসমূহ।] নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৫৮), ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা নিরসিত।

প্রথম তফসিল

[২(১) (খ) ও ৫ (১) (ড) ধারা দ্রষ্টব্য]

ক। নিম্নলিখিত কমনওয়েল্থ দেশসমূহ :—

১। যুক্তরাজ্য।

২। কানাডা।

৩। অষ্ট্রেলিয়া কমনওয়েল্থ।

৪। নিউজিল্যাণ্ড।

৫। দক্ষিণ আফ্রিকা সংঘ।

৬। পাকিস্তান।

৭। সিংহল।

৮। রোডেসিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র।

৯। ঘানা।

১০। মালয় যুক্তরাষ্ট্র।

১১। সিঙ্গাপুর।

খ। আয়ারল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্র।

ব্যাখ্যা।—এই তফসিলে, "যুক্তরাজ্য" বলিতে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য বুঝাইবে এবং উহা চ্যানেল আইল্যাণ্ডস, আইল অফ ম্যান এবং সকল উপনিবেশ অন্তর্ভুক্ত করিবে; এবং "অষ্ট্রেলিয়া কমনওয়েল্থ" পপুয়া রাজ্যক্ষেত্র ও নরফোক দ্বীপ রাজ্যক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করিবে।

দ্বিতীয় তফসিল

[৫ (২) ও ৬ (২) ধারা দ্রষ্টব্য]

আনুগত্যের শপথ

আমি, ক, খ .... সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা (অথবা শপথ) করিতেছি যে, আমি বিধি দ্বারা যথা-প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্য বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব, এবং বিশ্বস্তভাবে ভারতের বিধিসমূহ পালন করিব এবং ভারতের একজন নাগরিক রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিব।

তৃতীয় তফসিল

[৬ (১) ধারা দ্রষ্টব্য]

দেশীয়করণের জন্য যোগ্যতাসমূহ

প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন দেশের নাগরিক নহেন এরূপ কোন ব্যক্তির দেশীয়করণের জন্য যোগ্যতাসমূহ হইতেছে যে :—

(ক) তিনি এরূপ কোন দেশের প্রজা বা নাগরিক নহেন

যেখানে, ঐ দেশের বিধি বা রীতি দ্বারা, ভারতের নাগরিকগণকে দেশীয়করণসূত্রে ঐ দেশের প্রজা বা নাগরিক হওয়া হইতে নিবারিত করা হয় ;

(খ) যদি তিনি কোন দেশের নাগরিক হন, তাহা হইলে তিনি তৎপক্ষে ঐ দেশে বলবৎ বিধি অনুসারে ঐ দেশের নাগরিকতা অভিত্যাগ করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঐরূপ অভিত্যজন প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন ;

(গ) আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বার মাস সময়সীমা ব্যাপিয়া, তিনি হয় ভারতে বসবাস করিয়াছেন, অথবা ভারতস্থ কোন সরকারের অধীনে কৃত্যকে রহিয়াছেন অথবা অংশতঃ তথায় বসবাস করিয়াছেন ও অংশতঃ ঐরূপ কৃত্যকে রহিয়াছেন ;

(ঘ) উক্ত বার মাস সময়সীমার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বার বৎসর ব্যাপিয়া মোট সময়সাকল্যে অন্যূন নয় বৎসর সময়সীমার জন্য তিনি হয় ভারতে বসবাস করিয়াছেন, অথবা ভারতস্থ কোন সরকারের অধীনে কৃত্যকে রহিয়াছেন অথবা অংশতঃ তথায় বসবাস করিয়াছেন ও অংশতঃ কৃত্যকে রহিয়াছেন ;

(ঙ) তিনি সচ্চরিত্র ;

(চ) সংবিধানের অষ্টম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন ভাষায় তাঁহার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে ; এবং

(ছ) দেশীয়করণের শংসাপত্র তাঁহাকে প্রদান করা হইলে তিনি ভারতে বসবাস করিতে, অথবা ভারতস্থ কোন সরকারের অধীনে অথবা ভারত যাহার সদস্য এরূপ কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের অধীনে অথবা ভারতে প্রতিষ্ঠিত কোন সমিতির, কোম্পানির বা ব্যক্তিবর্গের অধীনে কৃত্যকে প্রবেশ করিতে বা কৃত্যকে থাকিয়া যাইতে অভিপ্রায় করেন ঃ

তবে, কেন্দ্রীয় সরকার, যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থায়, উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে—

(i) উপরিলিখিত (গ) প্রকরণের উদ্দেশ্যে, আবেদনের তারিখের অনধিক ছয় মাস পূর্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ নিরবচ্ছিন্ন বার মাস সময়সীমা,

যেন ঐ সময়সীমা ঐ তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ছিল, এইরূপে গণনা করিতে দিতে পারেন,

(ii) উপরি-উক্ত (ঘ) প্রকরণে উল্লিখিত সময়সাকল্য, সংগণনায় আবেদনের তারিখের তের বৎসরের অধিক পূর্বে বসবাসের বা কৃত্যকের সময়সীমা গণনা করিতে দিতে পারেন।

———